বন্যা কবলিত এলাকায় ধানের চারা উৎপাদনঃ ভাসমান বীজতলা

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বন্যা কবলিত এলাকার জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করতে হয় কেন?

আমন মৌসুমে বন্যার পানি নেমে যাবার পর রোপা ধান চাষ বিলম্বিত হয়ে যায়। তখন উপযুক্ত বয়সের চারা উৎপাদন করার সময় থাকে না এবং বীজতলা করার উপযোগী জায়গাও পাওয়া যায় না। একারণে বিকল্প পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন ও রোপণের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন- ভাসমান বীজতলা ও ডাপোগ বীজতলা।

চিত্রঃ বন্যা কবলিত আমন ধানের জমি

ভাসমান বীজতলা কিভাবে তৈরি করতে হয়?

বন্যার পানিতে ডুবে যাবার কারণে বীজতলা করার মত উঁচু জমি পাওয়া না গেলে অথবা পানি নেমে যাবার পর চারা তৈরির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া না গেলে ভাসমান বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বন্যার পানি, পুকুর, ডোবা বা খালের পানির উপর বাঁশের চাটাইয়ের মাচা বা কলাগাছের ভেলা তৈরি করে তার উপর ২-৩ সেন্টিমিটার পুরু কাদার আস্তর দিয়ে কাদাময় বীজতলার মতই বীজতলা করা যেতে পারে। এর পর স্বাভাবিক পদ্ধতির ন্যায় অঙ্কুরিত বীজ ঐ বীজতলায় ফেলতে হবে। বীজতলা যাতে ভেসে না যায় সেজন্য খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতে হবে। পানিতে ভাসমান থাকার কারণে এরূপ বীজতলায় সাধারণত পানি সেচের দরকার হয় না।

চিত্রঃ ভাসমান বীজতলার বিভিন্ন পর্যায়

আরো তথ্যের জন্য :

ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, ফলিত গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইল ঃ ardbrri@dhaka.net

সহযোগিতায়: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট